নামাজ

মনে কুমন্ত্রণা (দুটি প্রসঙ্গ রয়েছে)

প্রথম প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (নিসা ১০৩)

এক সময় বয়স, দেহ, স্থর এবং এর ক্ষেত্রে বড় এক ব্যক্তিত্য আমাকে বলিলেন যে, নামাজ ভাল, কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ বার করে পড়া বেশী হয়ে যায়। বেশী হওয়ায় (শেষ না হওয়ায়) বিরক্তি প্রদান করচ্ছে।

ঐ ব্যক্তিত্যের কথার পর লম্বাকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে, স্বীয় কথা শুনলাম, শ্রবণ করলাম যে, একই কথা আমার মন ও বলছে এবং তাহাকে লক্ষ করলাম, দেখলাম যে, অলসতার কর্ণের দ্বারা শয়তান থেকে একই শিক্ষা গ্রহণ করচ্ছে। ঐ সময় বুঝলাম যে; ঐ ব্যক্তির কথা, সমস্ত নফসে আম্মারার প্রবঞ্চনায় বলেছে, নতুবা বলানো হয়েছে। ঐ সময় আমি ও বলিলাম যে, যেহেতু আমার নফস ও আম্মারামুখী, স্বীয় নফসকে যে পরিচ্ছন্ন করে নাই সে অন্যের নফসকে বিশুদ্ধ করতে পারে না, আর যেহেতু বিষয় এ রকম তাই আমার নফস থেকে শুরূটা করলাম।

বলিলাম যে, হে নফস! মিশ্র মুর্খতার মধ্যে, অলসতার পালঙ্গে অবহেলিত ঘুমে তোমার বলা এই কথার ঠিক বিপরীতে পাঁচটি সতর্কীকরণ হিকমাহ আমার কাছ থেকে শুন----

প্রথম সতর্কীকরণঃ- হে আমার দূর্ভ্যাগা অন্তর! আসলে কি তোমার এই জিন্দেগী চিরস্থায়ী! তোমার কাছে কি কোন অকাঠ্য প্রমাণ রয়েছে যে, আগামী বছর পর্যন্ত বরং আগামীকাল পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে। আসলে তোমাকে নামায থেকে বিরক্তি প্রদানকারী হল "চিরকালীন কুমন্ত্রণা। মনোবাসনার জন্যে তুমি এই দুনিয়ায় চিরকালীন অবস্থান করবে মনে করার ন্যায় ঢং তামাসা করচ্ছ। যদি তুমি বুঝতে পারতে যে, তোমার হায়াত অতি অল্প, পাশাপাশি অনর্থক, শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে অবশ্যই এই হায়াতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্য থেকে এক ঘন্টা যা মৌলিক এক চিরস্থায়ী হায়াতের সুখের মাধ্যম হবে এমন সুন্দর, আনন্দময়, স্বাভাবিক, রহমতপূর্ণ এক খেদমতে খরচ করতে; এবং বলতে যে , ক্লান্তি এখানে থাকুক, খেদমত আমার আসল কাজ। আর এই নামাজের এক ঘন্টা আমার জন্যে নিশ্চিত এক আকাংক্ষা এক আনন্দময় এক আগ্রহের উদ্দীপনার তরে মাধ্যম হবে----

দ্বিতীয় সতর্কবার্তাঃ হে আমার খাবার লোভী নফস। তুমিতো আসলে প্রতিদিন নিয়মিত খাবার খাও, পানি পান কর, বাতাস থেকে শ্বাস নেও? কিন্তু তোমাকে এগুলো বিরক্তি প্রদান করে কি! তাই নয় কি? যেহেতু বিরক্ত করে না; বরং প্রয়োজন বারবার কৃত হওয়াতে বিরক্ত নহে বরং আরও স্বাদ ভোগ করচ্ছ। আর যদি এমনটি হয়; তাহলে আমার দেহের কোটায় তোমার ন্যায় অন্যান্য বন্ধুগণ হওয়া অঙ্গাবলির থেকে অন্তরের ও রূহের

খাবার প্রয়োজন। যা আমার আত্মার চিরকালীন পানীয় এবং মহান রবের নিরাময়ী কোমল সুমিষ্ট বাতাসকে টানা এবং আনাকারী নামায ও তোমাকে বিরক্ত করার কথা নয়। হাঁ, অসংখ্য দুঃখ ও কষ্টের তরে প্রস্তাবনা ও ক্লিষ্ট এবং অসীম আনন্দসমূহ ও প্রত্যাশাসমূহ বিমুগ্ধ ও সম্মোহিত এক অন্তরের খাবার (যিকির) ও ক্ষমতা (ঈমান) দরকার; যা সবকিছুতে ক্ষমতাবান এক রহিমে-কারীমের দরজাকে নামাজ-নিয়াজের মাধ্যমে হিকমতপূর্ন চুরির দ্বারা হাতে অর্জিত হয়। হাঁ, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে চমৎকার দ্রুত গতিতে বিচ্ছেদের ফরিয়াদ শেষ হওয়া, গত হওয়া অধিকাংশ সৃষ্টিসমূহের সাথে সংশ্লিষ্টপূর্ণ একটি আত্মার সম্পর্ক যদি চিরস্থায়ী পানীয় হয়; তাহলে সবকিছুর পরিবর্তে এক চিরঞ্জীব মা'বুদের এক সীমাহীন ভালবাসার রহমতের চক্ষুদ্বারের সাথে নামাজের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করত; পান করা যেতে পারে। হাঁ, স্বভাবসুলভ চিরকালকে ইচ্ছুক এবং চিরকালের জন্যে সৃষ্টি হওয়া মানব; এমনকি সময় সীমাবদ্ধহীন ও চিরঞ্জীব এক সত্বার দপর্ন হওয়া এবং অসংখ্য মাত্রায় অমায়িক শালীনতার সাথে পাওয়া সচেতনতামূলক এক মানবিক রহস্য নূরময়ী এক রাব্বানী কৃপার প্রতি মানুষের এই গাফলতি, পীড়াদায়ক সমস্যাময়ী সাময়িক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শ্বাসরোধী হওয়া দুনিয়ার অবস্থা সমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অতিমাত্রায় মুখাপেক্ষীর বিপরীত কেবল নামাযের জানালার দ্বারা চিরস্থায়ী আত্মার পানীয় অর্জন করতে পারা সম্ভব।

তৃতীয় সতর্কবার্তাঃ হে ধৈর্যহীন, আমার নফস। আসলে বিগত দিনগুলোর ইবাদতের কষ্টাবলী এবং নামাজের জটিলতা ও মুসিবতের যন্ত্রণা আজকে চিন্তা-করত: অস্থির হওয়াটা, একইভাবে আগত দিনগুলোর এবাদতের কর্তব্যকে ও নামাজের উপাসনাকে এবং মুসিবতের কষ্টাবলীকে আজকে কল্পনা করতঃ অধৈর্যতার পরিচয় দেওয়াটা কোন ভাবে কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? এই অবৈধতার উদাহরণ এ রকম এক কামান্ডারের ন্যায় হয় যে,

দুশমনকে ডান দিক থেকে প্রতিহত করার লক্ষে সমস্থ সৈন্য বাহিনিকে ঐ দিকে পাটিয়ে দেওয়াটা তার জন্যে সতেজ এক শক্তি হওয়ার অবস্থায়; সে তামাম গুরূত্বপূর্ণ শক্তিকে ডান দিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যে দিকে এত দুশমন নেই, কিন্তু মধ্যভাগ (ক্ষেন্দ্র) দূর্বল হয়ে যায়। একই ভাবে বাম দিকে দুশমনের কোন সৈন্য নহে এমতাবস্থায়ও দুশমন এখনও আসে নাই ঐ দিকে ঠিক তখন বড় আরেক শক্তি ঐ বামদিকে পাঠায়, পরে "বোমা নিক্ষেপ কর আদেশ প্রদান করে, ক্ষেন্দ্রকে সমস্ত শক্তি থেকে দূর্বল করত দুর্বল রেখে দেয় । আর দুশমন মূল ক্ষেন্দ্র খালি বিষয়টা বুঝতে পেরে কামান্ডারের যন্ত্রকে নিমিষেই ধ্বংস করে দেয়, চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে । হাঁ, তুমি ও এর মত মিলে যাচ্ছ।

কেননা বিগত, দিন সমূহের কষ্ট সমূহ আজকে রহমতে রূপান্তরিত হয়েছে, কষ্টাবলী চলে গিয়েছে, কেবল মজাই রয়ে গিয়েছে, যন্ত্রণা অলৌকিক কারামতে জড়িয়ে গিয়েছে, এবং দুঃখ বেদনা সওয়াবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আর যদি এমনটি বাস্তবতা হয়; তাহলে তাহা থেকে বিরক্তবোধ করা নহে বরং নতুন এক আগ্রহ সতেজ এক চাহিদা এবং ধারাবাহিকতায় নিশ্চিত এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা জরূরী। আগামীর দিনগুলো আমি চিন্তা করা উচিৎ, মূলত এখন ও ঐদিনগুলো আসে নাই। তাই এখন থেকে দুশ্চিন্তা করত: বিরক্তিবোধ করা এবং অবসন্নতা নিয়ে আসাটা একইভাবে ঐ দিনগুলোতে ক্ষুধার্ত ও পানি শূন্যতার ন্যায় দুশ্চিন্তা গ্রস্থতার সাথে আজকে চিকিৎসা করার ন্যায় এক পাগলামী বৈ কিছু নহে। যেহেতু বাস্তবতা এই রকম, যদি তুমি বুদ্ধিমান হও, তাহলে এবাদতের ক্ষেত্রে শুধু আজকেই আজকেরটা চিন্তা কর, এর এক ঘন্টার মূল্য অনেক বড়, তার

যন্ত্রণা অনেক কম, খুশি ও আনন্দ এবং উচ্চ এক খেদমতে আমি খরচ করছি এমনটি বল। ঐ সময় তোমার তিক্ত এক অবসাদ মিষ্ট এক প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হবে।

সুতরাং হে আমার ধৈর্যহীন অন্তর! তোমার দায়িত্ব তিনটি একঃ এবাদত এর ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। দুইঃ গুনাহের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। তিনঃ মসিবতের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তাহলে এই তিনটা সতর্কবার্তার উদাহরণকে দেখানো হাকিকাত সমূহের প্রতি অনুসারী হও। পুরুষত্ত ধাপটে বল যে, "ইয়া সাবুর" আর এই তিনটি ধৈর্যক্ষমতাকে কাজে লাগাও, তোমার কাদে নাও। জনাবে হকআল্লাহ্‌র গণ্যকৃত ধৈর্য ক্ষমতাকে যদি ভূল পথে ব্যবহার না কর তাহলে তা প্রত্যেক যন্ত্রণা, কষ্টময় সমস্যাবলীতে যথেষ্ট হতে পারে এবং ক্ষমতার সাথে বিজয় অর্জন করতে পারে.....

চতুর্থ সতর্কবার্তাঃ হে ভবগুরে দুষ্ট নফস আমার! আসলে এই এবাদাতের কর্মকান্ডগুলো কি ফলবিহীন? এর প্রতিমূল্য অল্প নাকি যা তোমাকে বিরক্ত প্রদান করছে? অথচ কোন লোক যদি তোমাকে অল্প কিছু টাকা দেয় অথবা তোমায় যদি ভয় দেখায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে কাজে খাটাতে পারে এবং রশিদবিহীন, ত্রুটিহীন তুমি কাজ করবে। না জানি এই মুছাফিরখানা দুনিয়ার অভাব ও দরিদ্র অন্তরের খাবার ও ধন এবং অবশ্যই এক ঘর হওয়া কবরে রূটি ও আলো এবং সর্বাবস্থায় বিচারালয় হওয়া হাসরে, ছনদ ও ত্রুটিবিহীনতার সার্টিফিকেট এবং চাওয়া না চাওয়ায় আসে যায় না পাড়ি দিতেই হবে পুলসিরাত, নূর ও বুরাক হবে যে নামায, এগুলো ফলহীন নাকি না তার মূল্য খুবই কম? কোন লোক যদি তোমাকে একশত টাকার কোন উপঢৌকন দেওয়ার ওয়াদা করে তোমাকে একশত দিন কাজ করাবে। যে মানুষটা ওয়াদার খেলাফও করতে পারে অথচ তুমি তাহাকে বিশ্বাস কর, তার সাথে ত্রুটিবিহীন কর্ম চালিয়ে যাও। আর যেখানে ওয়াদার খেলাপি করা অসম্ভব এমন সত্বার জান্নাতের ন্যায় এক প্রতিদান এবং চির সৌভাগ্যবানদের ন্যায় এক উপঢৌকন তোমাকে যদি ওয়াদা করেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব সুন্দর এক কর্মে তোমাকে যদি তিনি ব্যবহার করেন তাহলে যদি তুমি তাহাকে গ্রহণ না কর বা না চাও, অনেক কষ্ট করার ন্যায় ও বিরক্তের ন্যায়, অর্ধাংশের সম্মত, খেদমতের সাথে তার ওয়াদাকৃতের মধ্যে বিপরীত অভিযোগ ও তার উপহারকে যদি তুমি পাতলা মনে কর, তাহলে খুবই কঠোরতার ন্যায় এক ভদ্র আচরণ, এ জটিলতার ন্যায় এক শাস্তির প্রতিফলন এর যোগ্য তুমি যে হবেই এটাকি মোটেও ভাবচ্ছ না? এই দুনিয়ায় জেলখানার ভয়ে সর্বোচ্চ ভারী কর্ম ভূলবিহীন করতে ও করার অবস্থায় জাহান্নামের ন্যায় চিরকালীন জেলখানার ভয়, চূড়ান্ত ও আনন্দময় এক কর্মের জন্যে তোমার মন তোমাকে প্রচেষ্টায় উৎসাহ কি করচ্ছে না?

পঞ্চম সতর্কবার্তাঃ হে আমার দুনিয়ালোভী আন্তর! আসলে এবাদাতের ভূলের এবং নামাযের ত্রুটির মূল-কারণ দুনিয়ার ব্যস্থতার থেকে নাকি খাবার দাবারের বন্দোবস্তের ব্যবস্থার সাথে সময় না পাওয়ার থেকে? মূলত: কেবল দুনিয়ার জন্যে তোমাকে কি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সকল সময় দুনিয়ার তরে খরচ করছ! তুমি যোগ্যতার দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের থেকে মর্যাদাবান হওয়াতে এবং দুনিয়ার হায়াতের প্রয়োজনীয়তাকে সংশোধনী সামর্থ্যের বিবেচনায় একটি চড়ুই পাখির জীবনযাপনকে অতিক্রম করতে না পারাটা তোমার ভাল করে জানা। তাই এর থেকে কেন তুমি বুঝতে পারচ্ছ না যে, তোমার আসল কার্যক্রম দুনিয়াতে প্রাণীর মত নহে! বরং মৌলিক এক মানুষের মত মৌলিক এক চিরাচরিত হায়াতের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এর সাথে তোমার উল্লেখিত দুনিয়ার ব্যস্থতা আসলে বেশির ভাগই তোমার সাথে সম্পর্কিত নহে এবং অর্থহীন এক পদ্ধতিতে তোমার জড়ানো ও জড়িত হওয়াটা সবই এক অপ্রয়োজনীয় ব্যস্থতা ছাড়া কিছুই নহে। তোমার চূড়ান্ত

প্রয়োজনকে ছেড়ে দিয়ে ব্যহত: হাজার হাজার বছর হায়াত রয়েছে মনে করে এক অনর্থক তথ্যাবলীর সাথে স্বীয় মূল্যবান সময় অতিবাহিত করছ।

যেমন: শনিগ্রহের চারপাশের সৃষ্টি সমূহের অবস্থা কি রকম এবং আমেরিকার মোরগের দাম কত? এই জাতীয় অনর্থক বস্তু সমূহের সাথে মূল্যবান সময়কে অপচয় করছ। বাহ্যত; জ্যোতিরবিদ্যা ও পরিসংখ্যাবিদ্যা থেকে এক যোগ্যতা গ্রহণ করছ।----

যদি তুমি বল যে, "আমাকে নামায ও এবাদত থেকে ক্লান্তি ও ত্রুটিময়কারী ঐ রকম অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদী নহে বরং জীবন জীবিকার একান্ত জরূরী ব্যস্থতা এমনটি করাচ্ছে। "যদি এমনটি হয় তাহলে আমি ও তোমাকে বলি যে, যদি, তুমি এক টাকার দিন মজুরী হিসেবে কাজ কর; তারপর কেউ একজন আসল তোমাকে যদি বলে আস, দশ মিনিট পরিমাণ সময় এখানে খনন কাজ কর একশত টাকার মূল্যের একটি উজ্জলহীরা এবং একটি মরকত মনি পাবে। তুমি তাহাকে, না আসব না। কেননা আমার দশ পয়সা দিন মজুরী থেকে কাটা হবে। আমার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে অল্প হবে, এমনটি যদি বল তাহলে কি পরিমাণ এক পাগলামী-পূর্ণ, বাহানা হবে ভাল করে তুমি জান, একিভাবে এই রকম, তুমি এই বাগানে একান্ত জরূরী কাজে ব্যস্থ রয়েছ। যদি ফরজ নামায ছেড়ে দাও, তাহলে সমস্ত তোমারকৃত ফলাদী কেবল দুনিয়াবী ও অহেতুক ও বরকতহীন এক নিত্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। যতি তুমি আরাম ও বিশ্রামের সময়কালে রূহের আরামে ও অন্তরের বিশ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া নামাযে সময় অতিবাহিত কর ঐ সময় দুনিয়ার প্রয়োজন বিষয়াদীর সাথে বরকতময় হওয়ার পাশাপাশি আখেরাতের প্রয়োজনাদির এবং আখেরাতের প্রস্তুতির গুরূত্বপূর্ণ এক ঝরণা হওয়া দুটি আধ্যাত্মিক উৎস তুমি অর্জন করবে।

প্রথম ঝর্ণাঃ সমস্ত বাগানের **(ব্যাখ্যা) -** (এই স্থানটি, একটি বাগানে এক ব্যক্তিত্বকে পাঠদান হিসেবে ছিল, তাই এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)। উৎপাদিত চাই তাহা ফুল হোক ফল হোক প্রত্যেক লতাপাতার প্রত্যেক বৃক্ষের তাসবিহ সমূহ থেকে বিশুদ্ধ এক নিয়তের সাথে এক অংশের অধিকারী তুমি হচ্ছ।

দ্বিতীয় ঝর্ণাঃ এমনকি ঐ বাগিচা থেকে বের হওয়া ফসলাদী যেই খায় না কেন, প্রাণী হোক বা মানুষ হোক, গরূ হোক বা মশা-মাছি হোক, ক্রেতা হোক বা চুর হোক তোমার একটি সাদকার অংশ থাকবেই। কিন্তু শর্ত হল যে, তুমি আসল রিযিকদাতার নামে এবং অনুমতির ধারপ্রান্তে যেন খরচ কর, এবং তার মাল তার মাখলুকাতকে দানকারী এক কর্মরত দায়িত্বশীলতার দৃষ্টিতে নিজেকে দেখ। সুতরাং দেখুন, নামাযকে তরককারী ব্যক্তি, কি পরিমাণ বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কি পরিমাণ গুরূত্বপূর্ণ খনী হারায় এবং প্রচেষ্টায় অনেক বড় এক চেতনা প্রদানকারী এবং আসলে বড় এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে অর্জনকারী ঐ দুটি ফলাফল থেকে ও এই দুটি খনী থেকে, বঞ্চিত থাকে। দেউলিয়াগ্রস্থ হয়। অথচ বয়স বাড়লেই বাগানগীরী থেকে বিরক্তবোধ করে, আগ্রহ শূন্যতায় চলে আসে "আমার কি আসে যায়, বলে। আমি এমনিতেই দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। এই পরিমাণ কষ্ট করা, যন্ত্রণা আমি কেন গ্রহণ করব এভাবে বলে নিজেকে অলসতায় নিক্ষেপ করবে। কিন্তু প্রথম লোকটি বলে যে, আরও বেশী এবাদাতের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাব। যাতে করে আমার কবরে আরও বেশী আলো পাঠাতে পারব। আমার আখেরাতের জন্যে আরও বেশী খাবার প্রস্তুত করব। মোটকথা = হে আমার নফস! জেনে রাখ যে, গতকালের দিনটি তোমার হাত থেকে চলে গেছে। আর যদি আগামী কালের কথা বলি, এটাও তো নিশ্চয়তাহীন যে, আগামীকালের মালিক তুমি নও। আর যেহেতু এরকমই সবকিছু,তাই আসল হায়াত হিসেবে আজকে মনে কর। নিম্নের পক্ষে একদিনে এক ঘন্টা

সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ন্যায়, আসল ভবিষ্যতের জন্যে কৃত হওয়া এক আখেরাতের বাক্সে হওয়া এক মসজিদ নতুবা জায়নামাজে ব্যয় কর। আরও তুমি জানো হে আমার নফস। প্রত্যেক নতুন দিন তোমায় ও সবার তরে একটি নতুন দুনিয়ার দরজা স্বরূপ। আর যদি তুমি নামায না পড়, তাহলে তোমার ঐ দিনের দুনিয়াটা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পেরেশানী এক অবস্থায় চলে যাবে। তোমার বিপরীত আলমে-মিছালে সাক্ষী প্রদান করবে, যদিও প্রত্যেকের প্রতিদিনে, এই ধরায় এক বিশেষ ধরা রয়েছে। এবং ঐ ধরার চাল-চলন, ঐ ব্যক্তির অন্তরে এবং তার আমলের প্রতি অনুগামী। যেমনটি আয়নার মধ্যে দেখা যায় চমৎকার এক প্রাসাদ আয়নার রঙের প্রতি থাকায়, আর এই কাঁচের শিশেটি যদি সোজা-সাজা হয় তাহলে প্রাসাদকে সুন্দর দেখায়। আর সোজা-সাপটা না হলে অসুন্দর দেখায়। সর্বোচ্চ অমার্জিত বস্তুকে করা এর ন্যায় দেখানোর উদাহরণ তুমি অন্তর, জ্ঞান, কর্ম, সৎ-ইচ্ছা, তোমার স্বীয় দুনিয়ার রূপে পরিবর্তন করতে পারো। হয় এর উপর বা বাহিরে সাক্ষী তৈরী করতে পারো। যদি নামায আদায় কর এই নামাযের সাথে ঐ দুনিয়ার মালিক যুল-জালালের প্রতি আকর্ষিত যদি হও; তাহলে তোমাকে লক্ষকারী দুনিয়া নুরান্নীত করবে। সাধারণত; নামায একটি ইলেট্রিক বাতি ও নামাযে তোমার নিয়ত তার সুইচ টিপ দেওয়ার ন্যায় ঐ দুনিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে বিলীন করে এবং চূড়মারকৃত দুনিয়াদারীয়্যাতের জগাখিচুড়ী পেরেশানীতার মধ্যকার পরিবর্তনীয় ও নড়াচড়াকৃত হিকমতপূর্ণ এক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থবহ এক কুদরতের কিতাব হওয়াটা প্রদর্শন করে। (اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি (নুর ৩৫) আলোচ্য আয়াতে পূর্ণাঙ্গ রূপে চাকচিক্যময় থেকে এক আলো যা তোমার অন্তরে বিস্তার করে ও তোমার ঐ দুনিয়ার দিনকে ঐ নূরের প্রতিফলের সাথে নুরান্নিত হয়। তোমার মধ্যে নুরানিয়্যাতের সাথে শাহাদাত, সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করিয়ে দেয়।

কখনও বলনা, আমার নামায কোথায়, এই নামাযের হাকিকাত কোথায়? যদি একটি খেজুরের বিচি, একটি খেজুর গাছের ন্যায়, স্বীয় গাছকে গুণে গুনান্নীত করে প্রকাশ করে। পার্থক্য, কেবল সংক্ষেপন ও বিশেষণ এর সাথে হওয়ার ন্যায়, তোমার ও আমার ন্যায় এক গ্রাম্যের যদিও অনুভব না হয় নামায বড় এক অলীর নামাযের ন্যায় এই নুর থেকে এক অংশ রয়েছে। এই হাকিকাত থেকে একটি রহস্য রয়েছে বঠে, যদিও বুদ্ধিমত্তায় সম্পর্ক না-ও থাকে, কিন্তু স্থরের বিবেচনায় উন্মোচন ও আলোকিত হওয়ার সম্পর্ক পৃথক পৃথক । যেমন একটি খেজুর বিচির থেকে সুদূর এক খেজুরের বৃক্ষের পর্যন্ত কি পরিমাণ স্থর পাওয়া যায়। একিভাবে নামাজের স্থর সমূহের মধ্যে ও আরও বেশী রূতবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সমস্ত ঐ রূতবা সমূহে ঐ নুরানী হাকিকাতের ভিত্তি ও পাওয়া যায়। اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ قَالَ اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّيْنِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

(২য় প্রসঙ্গ)

ওয়াছ-ওয়াছা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

আর বল -- ''আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে,* ''আর আমার প্রভু! তোমারই কাছে আমি আশ্রয় নিচ্ছি পাছে তারা আমার কাছে হাজির হয়।'' (মুমিনুন ৯৭-৯৮)

হে কুমন্ত্রণায়,ওয়াছ-ওয়াছায় অসুস্থ, আক্রান্ত ব্যক্তি! তুমি কি জান কুমন্ত্রনা,ওয়াছ-ওয়াছা জিনিসটা কি? এটা একটা মুসিবত। মূল্যায়ন করলে ফুসে উঠে, আর যদি গুরূত্ব না দেও, তাহলে বিলীন হয়ে যায়। তার প্রতি বড় দৃষ্টিপাতে থাকালে বড় হতে থাকে, যদি ছোট আকারে থাকাও ছোট হতে থাকে, যদি ভয় পাও তাহলে ভারী হতে থাকে, অসুস্থ করে ফেলে। যদি ভয় না কর তখন পাতলা হতে থাকে, চলে যায়। তার মূল্যায়ন যদি না জান, তাহলে চলতে থাকে, কলবে স্থান করে ফেলে। যদি তার তাৎপর্য সম্পর্কে জান তাহলে তাকে চিনতে পারার ধরূন, সে পলায়ন করে। আর যেহেতু ওয়াছ-ওয়াছার গতিবেগ এই রকম, তাই মুসিবতমুখী ওয়াছ-ওয়াছার অনেক প্রকারাবলী থেকে বেশী সংঘটিত হওয়া শুধু পাঁচটি কারণ বর্ণনা করব। অবশ্যই তোমাকে ও আমাকে শিক্ষা প্রদান করবে। যদি ও এই কুমন্ত্রণা এমন এক বস্তু যে, মুর্খ লোক তাহাকে আহ্বান করে, জ্ঞান (ইলিম) তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করে। যদি না জান সে আসে, যদি তাকে চিনতে পার তাহলে পৃষ্ট প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

প্রথম কারণ ঃ শয়তান সর্ব প্রথম সন্দেহ কলবের মধ্যে সৃষ্টি করে। যদি অন্তর এটাকে গ্রহণ না করে, তখন সন্দেহ থেকে ভর্ৎসনায় ফিরে। কল্পনার ঠিক বিপরীত তিরস্কার মিলে। অধিকাংশ মন্দ বাক্যাদী ও আদরের বিপরীত নিকৃষ্ট অবস্থাসমূহকে আকৃতি প্রদান করে এই তিরস্কার। অন্তরে বাহ্ এভাবে বলায়, হতাশায় নিমজ্জিত করায়। কুমন্ত্রীত ব্যক্তি ধারণা করে যে, অন্তর আল্লাহর আদেশের সম্মুখে মন্দ ব্যবহারে বিদ্যমান। আবশ্যিক এক অপদস্থ ও অশান্তি অনুভব করে। এমন কুমন্ত্রিত ধারণা থেকে রক্ষা পেতে শান্তি থেকে পলায়ন করত; গাফলতে প্রবিষ্ট হতে চায়। এই ক্ষতের ঔষধ হল এই যে,

দেখো হে ওয়াছ-ওয়াছায় বেষ্টিত অসহায় ব্যক্তি! ক্ষতিগ্রস্থ হইও না। কারণ তোমার স্মৃতিতে আগত এটা ভৎর্সনা (শেতম) নহে। বরং এটা কল্পনা (তাহাইয়ুল)। কুফুরের কল্পনা করন কুফুরি না হওয়ার ন্যায় ভৎর্সনাময় কল্পনা ও ভৎর্সনা নয় যদিও এলাহীর যুক্তির নিরিখে কল্পনা করণ কোন হুকুম সাব্যস্থ করেনা। তবে যদি ভৎর্সনা হয়, তাহলে হুকুম হবে। এবং এর সাথে বরাবর ঐ মন্দ কথাবার্তা তোমার অন্তরের কথাগুলো নহে। কেননা তোমার অন্তর এর থেকে প্রভাবিত ও দুঃখিত। বরং অন্তরে নিকটবর্তী হওয়া শয়তানী কুমন্ত্রনা থেকে এই মন্দতা আসছে। কু-মন্ত্রণার ক্ষতিই সন্দেহের সম্পর্কিত ক্ষতি। অর্থাৎ তাহাকে ক্ষতিকর সন্দেহ করার সাথে অন্তর্গতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বুঝায়। কেননা হুকুম বিহীন কোন কল্পনার হাকিকাতকে সন্দেহময় করে। শয়তানের কাজকে স্বীয় অন্তরে জাল হিসেবে বিবেচিত করে। ব্যাক্তি শয়তানের কথাগুলোকে তার নিজের থেকে মনে করে। ক্ষতিটা বুঝে ক্ষতিতে লিপ্ত হয়। মূলত শয়তানের ইচ্ছাটাই হল এটা তৈরী করা।

দ্বিতীয় কারণ হল এই যে :- উদ্দেশ্যাবলী অন্তর থেকে বের হওয়ার সময়, আকৃতাবলী থেকে উদলা অবস্থায় ওয়াছ-ওয়াছা কল্পনায় প্রবেশ করে। যা ওখান থেকে কাপড়মুখী আকৃতিসমূহকে পরিধান করে। যদি কল্পনার পরিদান হয়, তাহলে সব সময় এক কারনের নিচে এক প্রকার আকৃতিসমূহ বয়ন করে ফেলে। গুরূত্ব প্রদানকৃত বস্তুর ডিজাইন বা আকৃতি সমূহকে অন্তর থেকে কল্পনায় আসার রাস্তায় ছেড়ে দেয়। এখন অন্তর থেকে সেই সকল উদ্দেশ্য অতিক্রান্ত হোক না কেন; ঐ রাস্তায় হয় তাহাকে পরিধান করাবে নতুবা, সেটে দেয়, বা অঙ্গে লেপন করে, অথবা কোন পর্দা তৈরী করে। যদি অন্তরের উদ্দেশ্যাবলী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, কিন্তু কল্পনার মধ্যে তৈরীকৃত আকৃতি সমূহ অপরিচ্ছন্ন ও নিম্নমুখী হয় তাহলে তুলনাকৃত অন্তর থেকে আকৃতিকৃত ঐ কাপড়ের মিল না পাওয়ায় পরিধান হবে না। কেবল আকৃতির তৈরীর ধারনাটা বিদ্যমান। এখন কুমন্ত্রীত ব্যক্তি, কল্পনার আকৃতিকে কাপড়ের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে, পরিধান করচ্ছে মনে করে। এক পর্যায়ে আহ!

বলে। আমার অন্তর কি পরিমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। এই অপরিচ্ছন্নতা, এই নফসের অনুভূতি আমাকে বহিষ্কৃত করচ্ছে" শয়তান এই শিরা ধমনী থেকে খুবই খুশি হয়। তাই এই জাতীয় সমস্যাময়ী কুমন্ত্রনার ঔষধ হল এই যে,

শুন হে নিরূপায়! যেমনটি তোমার নামাজের বিশুদ্ধতার মাধ্যম হওয়া বাহ্যিক পবিত্রতা, তোমার পেটের মধ্যে থাকা অপবিত্র বস্তুসমূহ এই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় কোন প্রভাব ফেলে না এবং পবিত্রতাকে নষ্ট করেনা। এভাবেও অন্তর থেকে নগ্নভাবে বের হওয়া পবিত্র উদ্দেশ্যাবলীতে কল্পনা থেকে আকৃতিময় বিশ্রী সমূহের প্রতি সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। যেমন, তুমি আল্লাহর আয়াত সমূহের তাফাক্কুর করছ। হঠাৎ এক রোগী অথবা কোন কামনা অথবা প্রস্রাবের ন্যায় এক অস্থিরকর কোন প্রকৃতির ডাক শক্তভাবে তোমার অনুভূতিকে স্পষ্টভাবে ফুস্কিয়ে তুলচ্ছে। তখন নিশ্চয়ই তোমার কল্পনার রোগের ঔষধকে এবং উপস্থিত প্রবৃত্ত প্রয়োজনীয়তাকে লক্ষ করবে, দেখবে এগুলোর উপযুক্ত নিম্নমুখী আকৃতি সমূহকে বয়ন করবে এবং আগত উদ্দ্যেশাবলীর মধ্যে আয়াতের ধ্যানের মধ্যকার হয়ে এগুলো অতিক্রম করবে। অতিক্রম হওয়া মনের দ্বিতীয় অংশাবলীতে না কোন সমস্যা রয়েছে না মন্দ কিছু রয়েছে ক্ষতির না মারাত্মক ধ্বংসময় কিছু রয়েছে। হাঁ, **যদি কেবল মারাত্মক ধ্বংসপূর্ণ কিছু হয় তাহলে এটা দৃষ্টিপাতের ক্ষতি অনিষ্টের ধারণাপত্র।**

তৃতীয় কারণ হল এই যে, বস্তুর মধ্যে, অনেক লুকানো সরল যোগসূত্র ওয়াছ-ওয়াছা হিসেবে পাওয়া যায়। অথচ মোটেও আশা করনি এমন বস্তু সমূহের মধ্যে প্রসঙ্গের রেখা পাওয়া যায়। হয়তো সরাসরি পাওয়া যাবে নতুবা তোমার কল্পনার মধ্যে ঘটিত হওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐ রেখারশ্মির স্মৃতি হয়েছে। এগুলো একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত বন্ধিত করে। **এই রহস্যময় সম্পর্ক থেকে কখনও পবিত্র বস্তুকে দেখা এক নিকৃষ্ট বস্তু স্মৃতিতে আসে**। বিশ্লেষণ শাস্ত্রে বর্ণনা হওয়ার ন্যায়, বাহিরে দূরত্বময় কারণ হওয়া বিপরীত যদি হয় কল্পনায় নৈকট্যতার কারণ বিবেচিত সর্বদা। অর্থাৎ দুটি বিপরীত মুখী ছবি সমূহের একত্রের মাধ্যমে এক কল্পনাময় সঙ্গতি হয়। এই সঙ্গতিতে আসা দোল, ধ্যান, চিন্তাবলীর সমতুল্যকে ডাকার দ্বারা তাবীর (ব্যখ্যা) করা হয়। যথা- তুমি নামাযে মোনাজাতের মধ্যে কিবলামুখী, কাবার সম্মুখে আল্লাহর উপস্থিতে আয়াতের ধ্যানে মগ্ন হওয়াতে এই ফিকিরের ফিকিরকে ডেকে তোমাকে রেখে সর্বোচ্চ দূরে অহেতুক বিষয়ে মনোব্যপ্ত করে। তোমার মাথা এমন এক ফিকিরের ফিকির ডাকার মধ্যে ব্যস্থ যদি হয়, তাহলে তুমি শান্ত হও, নিরাশ হইও না। বরং সচেতন হওয়ার বেলায় ফিরে যাও। "আহ কি ভূলটা যে করলাম এভাবে বলে এর সুক্ষতায় ব্যস্থ হয়ে ওখানে দাড়াইও না। যাতে করে ঐ দুর্বল সম্পর্ক তোমার বুঝে নেওয়া থেকে যেন শক্তিশালী না হয়। যদিও দুঃখ প্রবণতা আমরা প্রদর্শন করেছি, মূল্যায়ন করেছি, তবে তোমার ঐ দূর্বল দোদুল্যমানতা যোগ্যতায় ফিরবে। একটি কাল্পনীক রোগ হবে। ভয় পেয় না, অন্তরের রোগ নহে। এই প্রকার আন্দোলনী দোল যদি হয়, তাহলে বেশির ভাগই অনিচ্ছাকৃত হয়। বিশেষ ও সংবেদনশীল প্রান্তেও বিদ্যমান। শয়তানের কাছে এই প্রকার ওয়াছ-ওয়াছার খনী খুব বেশী থাকে। তাই এই ক্ষতের ঔষধ হল এই যে,

এক জিকিরের মধ্যে অন্য চিন্তা নিয়ে আসাটা অনিচ্ছাবশত হয়। এর জন্যে কোন জবাবদিহিতা নেই। এবং ডাকাডাকিতে এক রকম আত্মীয়তা ও বিদ্যমান। বানানো বা মিশ্রন নহে। এই জন্যে, ধ্যান চিন্তাবলীর পদ্ধতি সমূহ একে অপরের ক্ষেত্রে অতিক্রম করে না। পরস্পর ক্ষতি করে না। যেমনটি শয়তানের সাথে ফিরিস্তার

এলহাম। অন্তরের ক্ষেত্রে নৈকট্যতা রয়েছে। খারাপ ও ভাল লোকের নিকটতার ধরুন এক স্থানে অবস্থানে ক্ষতি করে না। এভাবে ও ফিকিরের মধ্যে ফিকিরের আহ্বান ঘটিত হওয়ার দ্বারা না চাওয়া মন্দ কল্পনাবলী এসে যদি পরিচ্ছন্ন চিন্তাফিকিরে প্রবেশ করেও সমস্যা হবে না। **কিন্তু ব্যাতিক্রম হল, ইচ্ছাকৃতভাবে হলে বা ক্ষতিকর ধারণার হুকুমের সাথে আবদ্য এর পিছনে ব্যস্থ হলে যেমন মাঝে মাঝে অন্তরে ফিকির ক্লান্ত হচ্ছে, নিজেকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে অনাকাঙ্খিত ব্যস্থতার সাথে ব্যস্থ হয়** । শয়তান সুযোগ পায়, তখন মন্দকর্মে লিপ্ত করাতে খারাপ ব্যস্থতা সম্মুখে বিছিয়ে দেয়, তার কাজ চালিয়ে দেয়।

চতুর্থ কারণঃ কর্মের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে, অনুসন্ধান থেকে বের হওয়া, এক ওয়াছ-ওয়াছা। যা তাক্বওয়ার অবস্থা, ধারণার দ্বারা জটিল করার ধরূন এটাকে জটিলতর করে। এমনকি একটি স্থরে গিয়ে পৌছে যে, ঐ ব্যক্তি আমলের আরও ভাল কিছু করার জন্যে হারাম কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে সুন্নাতের গুরূত্বারোপ করত ওয়াজিব আদায় করে না। আসলে আমার কাজ কি শুদ্ধ হয়েছে? এমনটি বলে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই অবস্থা চলতে থাকে। অতিমাত্রায় হতাশায় পড়ে। আর ঐ দিকে শয়তান এই জাতীয় অবস্থার তৈরী করে ফায়দা হাসিল করে। ব্যক্তিকে ক্ষত করে। এই ক্ষতের দুটি ঔষধ রয়েছে।

প্রথম ঔষধঃ এই রকম ওয়াছ-ওয়াছা, মু'তাজিলা জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ তারা বলে যে, কষ্টের কারণ হয় এমন কর্ম ও বস্তু স্বীয় সত্ত্বায় হয়। আখেরাতের বিবেচনায় হয়তুবা সুন্দর্যতা রয়েছে; পরে এই সুন্দর্যতার ভিত্তিতে আদেশ করা হয়েছে। নতুবা অসুন্দর্যতা রয়েছে পরে তার ভিত্তিতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুকে আখেরাত ও হাকিকাতের দৃষ্টির ক্ষেত্রে হওয়া সুন্দর্যতা এবং অসুন্দর্যতা সত্ত্বাগত, আদেশ ও খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী। এই মাযহাবের দৃষ্টিতে মানুষের প্রত্যেক কর্মত কাজ, এমনটি এক কুমন্ত্রণায় জড়িত হয় যে, "আসলে আমার কাজ মৌলিক কাজের উত্তম পদ্ধতিতে হয়েছে নাকি?"

কিন্তু আহলুচ্ছুন্নাত, বিশুদ্ধ মাযহাব জামাত বলেন যে, মহান আল্লাহ কোন কিছুকে আদেশ করেন তারপর এটা উত্তম হয়, নিষেদ করলে এটা অনুত্তমতার প্রতিষ্ঠা পায়। উত্তম ও অনুত্তমতা অনুসারীর অবগতীতায় লক্ষ করে এবং এরই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবারে যদি এই সুন্দর্যতা ও অনুত্তমতা যদি এমনটি হয় তাহলে এটা আকৃতি ও দুনিয়াকে লক্ষকারীর ভিত্তিতে নয় বরং এটা পরকালের ভিত্তিতে হবে। যেমন:- তুমি নামায পড়লে বা অযু করলে। আবার তোমার নামায ও অযুকে নষ্ট করতে পারে এমন কোন কারণ তোমার মূল কাজে সন্দেহময় কিছু রয়েছে। কিন্তু তুমি ঐ (সন্দেহের ভূলে যাওয়া) অবস্থার প্রতি নিশ্চিত ভাবে অবহিত নহে, তখন তোমার নামায ও অযু বিশুদ্ধ হবে এবং উত্তমও বঠে। এই ক্ষেত্রে মু'তাজিলারা বলেন যে, মূলত নামায ও অযু নষ্ট ও বাতিল হবে। তবে আমলকারী থেকে কবুল করা হবে-কারণ হল- অজ্ঞতা বিদ্যমান না জানা ও ওজর বিদ্যমান। আর যেহেতু বাস্তবতা এমন তাই আহলে সুন্নাত মাজহাবের দৃষ্টিতে শরীয়তের বাহ্যিক উপযোগী হওয়া কৃতকর্মে "আসলে বিশুদ্ধ হয়েছে নাকি? বলে কুমন্ত্রণায় প্রবিষ্ট হইও না। তবে, আমার নামায ও অজু আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয়েছে কি? এভাবে বল, অহংকারী হইও না, দাম্বিকতায় প্রবেশ করনা।

দ্বিতীয় ঔষধঃ দ্বীনের মধ্যে জটিলতা নেই لَا حَرَجَ فِى الدِّيْنِ সেহেতু চার মাযহাই হল সঠিক। তাই যদি ব্যক্তি ভূল বুঝতে পেরে ইস্তেগফারের দারস্থ হয়, উত্তম কর্মে লিপ্ত হওয়ায় ব্যক্তিকে বাহ্যিক অহংকারের দারস্থ করে, তাহলে এমন ওয়াছ-ওয়াছায় লিপ্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত স্বীয় উত্তম কর্মের কারণে আমিত্বে প্রবিষ্ট হওয়া ও এর জন্যে ভূল বুঝতে পেরে ইস্তেগফারে অনুশোচিত হওয়া আরও উত্তম। আর যেহেতু জ্ঞানের ভাষা এরকমই, তাই তুমি তোমার এই কল্পিত ওয়াছ-ওয়াছাকে তরক কর, শয়তান কে বল যে, আমার এই অবস্থাটা একটা

ওজর। আসল বিষয়ে অবগত হওয়া জটিল, দ্বীনের সহজলভ্যতার ক্ষেত্রেও বিপরীত اَلدِّينُ يُسْرٌ * لَا حَرَجَ فِى الدِّينِ আলোচ্য কায়দার ভিত্তিতে বিরোধপূর্ণ। অবশ্যই, আমার আমলের এমন, রূপ সঠিক মাযহাবের উপযোগী আমলে বিবেচিত। এই বিবেচনাই আমার জন্যে যথেষ্ট। এমনকি, নিম্নের পক্ষে হলেও আমি আমার দূর্বলতাকে স্বীকার করতঃ এবাদাতের উপযুক্ত হওয়ার ন্যায় আদায় করতে পারি নাই, এমন মনোভাব থেকে ইস্তেগফার ও অনুশোচনার সাথে আল্লাহর রহমতের সাহায্য প্রার্থনা করত আমার ভূলত্রুটি ক্ষমাকৃত হওয়া ত্রুটিপূর্ণ আমল গ্রহণকৃত করানোর জন্যে লাঞ্চিতময় এক মিনতির মাধ্যম স্বরূপ হবে।

পঞ্চম কারণঃ- ঈমানের মাস'আলা সমূহে সন্দেহের রূপের আগত এক ওয়াছ-ওয়াছা। নিরূপায় এই কুমন্ত্রীত ব্যক্তি মাঝে মাঝে কল্পনাকে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে তুলনা করত মিশ্রিত করে ফেলে। অর্থাৎ তার কল্পনায় আগত কোন সন্দেহকে জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ঠকৃত এমন এক সংশয়ে ধারণা করত: তার বিশ্বাসের মধ্যে ফাটল এসেছে মনে করে। এমন কি কখনও সন্দেহকৃত সংশয়কে তার ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্থকারী হিসেবে অনুমান করে। এবং মাঝে মধ্যে নিজে নিজে নকশাকৃত কোন পরিকল্পনাকে স্বীয় আক্কল এটাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে মনে করে। আবার এমনও আছে কোন কুফুরীমূলক বিষয়কে ধ্যান চিন্তায় আনয়নকে কুফুরি মনে করে। অর্থাৎ প্রতারণার মাধ্যমসমূহকে বুঝার দৃষ্টিতে ধ্যান চিন্তার ক্ষমতার প্রদক্ষিণকে ও গবেষণাকে মধ্যমপন্থীর বিবেচনাকে ঈমানের বিপরীত মনে করে।

অতএব, শয়তানের কুমন্ত্রনাবলীর প্রভাব হওয়া এই সংশয় সমূহ থেকে চমকিত হয়ে "হ্যাঁ, আমার মন পঁচে গেছে, আমার বিশ্বাসে ছিদ্রতা এসেছে, এভাবে বলে। তাই ঐ অবস্থাসমূহ অধিকাংশের ভিত্তিতে অনিচ্ছাকৃত হওয়ার ধরূন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা শুদ্ধ, না করার কারণে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এই ক্ষতের ঔষধ হল এই যে, কুফুরের কল্পনা কুফুরী না হওয়ার ন্যায়, কুফুরের সংশয় ও কুফুরী নহে। ভ্রষ্ট ধোকা, ভ্রষ্টতা না হওয়ার ন্যায় ভ্রষ্টতার ধ্যান চিন্তাও ভ্রষ্টতা নহে। কেননা যেমন কল্পনা, তেমন সন্দেহ যেমন কল্পনাচিত্র তেমন ধ্যানচিত্র সেগুলো আক্বলের সত্যায়ন থেকে এবং অন্তরের আজ্ঞানুবর্তীতা থেকে পৃথক ও ব্যতিক্রম, এগুলো এক রকম স্বাধীন। ইচ্ছাস্বাধীনতার প্রতি খুব একটা এরা শুনেনা। দ্বীনের নির্দেশনার অন্তর্ভূক্ত হুকুমে খুবই বেশী প্রবেশ করছে না এরা। সত্যায়ন ও আত্মসমর্পনকারী, এরকম এরা নহে। একটি ভারসাম্যতার মুখাপেক্ষী এরা এমনকি কল্পনা,সংশয়,চিত্র নকশাকরণ ধ্যানচিন্তা যেমনভাবে সত্যায়ন ও আনুগত্য তেমনটি এই লাতিফাগুলো অনুগত নহে। ঐভাবেও অনিশ্চয়তা ও সিদ্ধান্তহীনতা গণনা করা হয় না। কিন্তু অপ্রয়োজনে বারবার উল্লেখ করে স্থায়ী কোন অবস্থায় যদি আসে ঐ সময় আসল এক সন্দেহের ধরন তার থেকে তৈরি হতে পারে। এবং পক্ষপাতহীন বিবেচনার নামে অথবা ইনসাফের নাম বলে বিরোধীর দিকে পক্ষপাতী হয়ে সুদূর এমন এক অবস্থা আসে যে, অনিচ্ছাকৃতের বিপরীত দিক এর পক্ষপাতিত্ব করে। ফলে তার ওপর ওয়াজিবকৃত হক্বের পক্ষতা নষ্ট করে। সে ও ধ্বংসের প্রান্তে নিজজ্জিত হয়। জগড়ার বা শয়তানের অহেতুক কর্মী হয়, এমন অবস্থা মগজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রকার ওয়াছ-ওয়াছার সর্বোচ্চ মূল্যবান দিক হল এই যে,কুমন্ত্রীত ব্যক্তি, সত্বাগত সম্ভাবনা এবং সাথে মেধাগত সম্ভাবনা পরস্পরকে সংমিশ্রিত করে ফেলে, অর্থাৎ কোন বস্তু তার সত্বায় সম্ভব যদি দেখা যায় তাহলে এটাতে মেধা ও সম্ভব এবং আক্বলের দৃষ্টিতে সন্দেহময় সংশয় সৃষ্টি হয়। অথচ ইলমে কালামের কায়দা সমূহ থেকে কায়দা বা নিয়ম হল, যে; যদি বস্তু ও امكان ذاتي (সত্বাগত সম্ভাব্য) হয় ইলমে ইয়াকীনের (বিশ্বস্থ জ্ঞানের) সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এবং মেধাশক্তির প্রয়োজনের তরে বিরোধী নহে। উদাহরণ স্বরূপ:- এই

মুহুর্তে কৃষ্ণ সাগরের সমস্ত পানি মাটির মধ্যে চলে যাওয়া, সত্বাগতভাবে সম্ভব, এবং সম্ভাবনাময়ে সম্ভব, অথচ আমরা বিশ্বাসগতভাবে পানি সাগরের মধ্যে উপস্থিতি থাকাটা মেনে আছি। নিঃসন্দেহে জানি ও ঐ সম্ভবের সম্ভাবনা এবং সত্ত্বাগত সম্ভাবনা আমাদের কোন সংশয় প্রদান করে না। কোন অনিশ্চয়তা আনে না। আমাদের বিশ্বাসকে ও পঁচাবে না। যেমন- এই সূর্য সত্বাগত ভাবে সম্ভব যে, আজ সে যেন না ডুবে। নতুবা আগামীকাল না ওঠে। অথচ এই সম্ভাবনা আমাদের বিশ্বাসে কোন ক্ষতি করে না। কোন অনিশ্চিত অবস্থা ও নিয়ে আসে না। সুতরাং বিষয়টা এর ন্যায় মনে কর। যেমন, ঈমানের হাকিকাত সমূহের থেকে হওয়া দুনিয়াবী হায়াতের অস্থাভর এবং আখেরাতের হায়াতের ফিরে ওঠা সত্বাগত সম্ভাবনাময় এর দৃষ্টিতে আগত সংশয়াদী ঈমানের বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না। এমনকি

لَا عِبْرَةَ لِلْاِحْتِمَالِ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ دَلِيلٍ

অর্থাৎ কোন প্রমাণ থেকে অস্থিত্য প্রমান না হওয়া কোন সম্ভাবনার মোটেও কোন গুরূত্ব নেই। এমনটি প্রশিদ্ধ কায়দার যেমন উসুলে দ্বীন তেমনি উসুলে ফিকাহ এর অপরিবর্তিত এক একনিষ্ট নিয়ম।এখন যদি বল যে, এই পরিমাণ মু'মীনদের যন্ত্রনাদান কারী, বিরক্তকারী ওয়াছ-ওয়াছা কি কৌশলের ভিত্তিতে আমাদের উপর এক অভিশাপমুখী বিপদ হয়ে আছে?

উত্তর= সীমা অতিক্রম না করার এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর না করার শর্তে, মূল কুমন্ত্রনা (ওয়াছ-ওয়াছা) সচেতনতার কারণ সুলভ। গবেষনার প্রতি আহ্বান সুলভ। গুরূত্বতার মাধ্যম স্বরূপ। অপ্রয়োজনীয়তাকে তরক করায়, গুরূত্ব না দেওয়াকে প্রতিহত করে।

এই জন্যে সর্বজ্ঞ হাকিম এই ইমতেহানের স্থলে, এই প্রতিযোগিতার ময়দানে, আমাদের এক উদ্দীপীতকারক কষাঘাত হিসেবে, শয়তানের কুমন্ত্রণার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মানবের মাথায় টুকরাচ্ছে। যদি শয়তান বেশী যন্ত্রনা করে তাহলে তখন হাকিমে রাহিম আল্লাহর হাওলা করা জরূরী। اعوذ با الله من الشيطان الرجيم এমনটি বলা আবশ্যক। রেফঃ সোজলার ২৬৯